দৈনিক বাংলা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

সরকার আগামী '৮৫ সনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, সার্বজনীন ও অবৈতনিক করার উদ্দেশ্যে এক নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য দেশের প্রতিটি গ্রামে ১টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হচ্ছে। চলতি সন থেকে সে উদ্দেশ্য মোতাবেক নতুন ব্যবস্থা হিসেবে ১ম শ্রেণীর গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনা মূল্যে কাপড় ও বই-পুস্তক ও বিতরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়া, বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্যের দেশের ২০টি জেলার ৪০টি থানায় বিশেষ ব্যবস্থাধীনে প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ব্যবস্থা চলছে। জানা গেছে যে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যে শিক্ষকদের ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন থানা সূত্রে প্রকাশ, কেবল মাত্র বিএড শিক্ষকগণকেই এ ইন্টারভিউ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। জানা গেছে যে কথিত থানাগুলোর কোন কোনটিতে বিএ-পিটিআই শিক্ষক ছাড়া বি-এড ডিগ্রীধারী প্রধান শিক্ষক নেই। আমরা মনে করি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিএ-পিটিআই শিক্ষকই যথেষ্ট। এছাড়া, উক্ত থানাসমূহে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্যও বিএড শিক্ষক চাওয়া হচ্ছে। এতে নানা জটিলতা ও দুর্নীতি বিরাজ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রেও বিএ-পিটিআই নিয়োগ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে আমরা মনে করি।

দেশে ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে। ওগুলোতে শিক্ষক সংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজার বলে জানা গেছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫টি করে শ্রেণী রয়েছে। এ হিসেবে সব কয়টি বিদ্যালয়ের জন্য ২ লাখ ২০ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন। তাই, উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলোর জন্য আরও ৪০ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে।

দেশের পল্লী এলাকার ৮৫ ভাগ বিদ্যালয়ের কোন কোনটিতে ১ জন, আবার কোন কোনটিতে ২ জনশিক্ষক রয়েছেন। ফলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে ঐসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কাজ মোটেই চলছে না। আমাদের মতে, ২/১ জন শিক্ষক পরিচালিত ছোট্ট ছোট ছাত্রবিহীন বিদ্যালয়ে ২টি শ্রেণী রাখাই সমীচীন। তাহলে ঐসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলবে। জানা গেছে যে ঐসব বিদ্যালয়ে বহুকাল ধরে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী রয়েছে এবং অন্যান্য শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী নেই। বলা বাহুল্য, গত কয়েক বছর ধরে থানাভিত্তিক যে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা চালু আছে তাতে ঐসব বিদ্যালয় উল্লিখিত পরীক্ষাতে মোটেই ছাত্র ছাত্রী পাঠাতে পারছে না।

আমরা মনে করি, ঐসব বিদ্যালয়ে কথিত শ্রেণী দুটিতে লেখাপড়ার কাজ ভালভাবে চললে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রমে ক্রমে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা সম্ভবপর হবে। আর আপাততঃ ঐসব বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণীতে ২/১ ছাত্র থাকলে তাদেরকে নিকটবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনা বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কেননা, প্রতিটি ছোট ছোট বিদ্যালয়ের পাশেই সাবেক যুগে প্রতিষ্ঠিত একটি উন্নতমানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে উন্নয়ন প্রাপ্ত বিদ্যালয়েও যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক রয়েছে এমন বলা চলে না, কিন্তু ঐসব বিদ্যালয়ের উন্নতমানের ঘরদোর আছে। ঐসব বিদ্যালয়েও ছাত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষক বৃদ্ধিও করতে হবে।

দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের সব কয়টিতে একটি করে বিদ্যালয় না থাকলেও ⅔ অংশে বিদ্যালয় আছে, আবার কোন কোন গ্রামে একাধিক বিদ্যালয়ও রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের কাজ মোটেই প্রত্যাশিতরূপে হচ্ছে না। তাই প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে গ্রামের একাধিক বিদ্যালয়কে একত্রিত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় চালু করলেই যে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার সম্প্রসারণ হবে তা বলা চলে না, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে লেখাপড়ার কাজ সঠিকভাবে চালু না করতে পারলে তা জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য বিরাট আর্থিক ও নৈতিক অপচয় বই আর কিছুই নয়, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেও একথা বলা যায়।

আজকাল পল্লী এলাকায় যেসব প্রাইমারী বিদ্যালয় চালু আছে, ওগুলো সবক্ষেত্রে সঠিকভাবে চলছে না। শিক্ষকদের গাফিলতি ও কর্তব্য কর্মে উদাসীনতা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দুর্নীতিই এর মূল কারণ। জানা গেছে যে দেশের বিভিন্ন থানায় বহু শিক্ষক কাজে গরহাজির থেকেও মাসে মাসে বেতন নিচ্ছেন, এমনও অভিযোগ যে তারা নাকি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাকে সেলামি দিয়েই এ কাজ আদায় করে নিচ্ছেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষকদের গাফিলতি দূর করার জন্য ইউপি চেয়ারম্যানদের ওপর বিদ্যালয় পরিদর্শনের ভার দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তাতেও কোন ফল লাভ হয়নি। বস্তুতঃ গোড়ায় গলদ রেখে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শত প্লান প্রোগ্রাম করে কমিশন করলেও উক্ত শিক্ষার কোন উন্নতিই সম্ভব নয়, সুতরাং, গোড়া থেকেই সংস্কারের কাজে হাত দিতে হবে।

আমাদের মতে, আজকালকার জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্যও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সঠিকভাবে চলছে কিনা তা দেখাশোনার ভার গ্রাম-সরকারের ওপর ন্যস্ত করা সমীচীন। এ ব্যবস্থা ছাড়া আর ভিন্ন ব্যবস্থা নেই বলে আমরা মনে করি। অবশ্য আইনের মাধ্যমে সরকারকে এ ব্যবস্থা অবশ্যই করে নিতে হবে। এ জন্য কোন দ্বিমতের সৃষ্টি হলে তার অবসান গ্রামবাসীর স্বার্থের খাতিরেই করতে হবে।

আজকাল চালু বিদ্যালয়গুলোতে যে শিক্ষক সংকট বিরাজ করছে, তা নিরসনের জন্য প্রতিটি ছাত্রবহুল বিদ্যালয়ে ২/৩ জন করে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগ আবশ্যক, অবশ্য শূন্য পদগুলোতে সরকারী শিক্ষক নিয়োগের কোন অসুবিধা নেই। এমনও অভিযোগ যে এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারীদের দুর্নীতির ফলে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ বিলম্বিত হচ্ছে। আর এতে বহু বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার কাজ অচল হয়ে পড়েছে। এসব অভিযোগের যথাযথ তদন্ত ও প্রতিকার হওয়া দরকার।

সরকারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে দেশের পল্লী এলাকার প্রতিটি বিদ্যালয়ের ঘরদোর আসবাবপত্র নির্মাণের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এলাকার দানশীল ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত করা আবশ্যক, কারণ, পল্লী এলাকায় দানশীল ব্যক্তিদের এবং বিত্তশালীদের দানে দেশের ৬৮ হাজার অগণিত গ্রামের মসজিদ, মক্তব ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা চলছে যুগ যুগ ধরে।

প্রয়োজনবোধে কোন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করতে হলে সম্পূর্ণ বেসরকারীভাবে ওগুলো চালু করা যেতে পারে এবং ওগুলোতে দেশের বেকার শিক্ষিত যুবকদেরকে শিক্ষক নিয়োগ করা হলে এর সমাধান সম্ভব। তাছাড়া ঘন ঘন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করলে সরকারের যেমন বোঝা বাড়বে, অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে আর্থিক জটিলতা দেখা দেবে।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার স্বার্থে ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে মক্তবের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া যায় কিনা তা ভেবে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন বলে আমরা মনে করি। কারণ, মক্তব সমূহে একশ ভাগ ছাত্রছাত্রী হাজির হলেও বিদ্যালয়ে ২০/২৫ জনের বেশি হাজির হয় না।

পোশাক ও বই-পুস্তক বিলির ক্ষেত্রে ১ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সব শ্রেণীর মধ্যে তা সম্প্রসারণ করা উচিত, কারণ, সব শ্রেণীতেই গরীব ছাত্রছাত্রী রয়েছে—যারা বইপুস্তক ও পোশাক পরিচ্ছদের জন্য বিদ্যালয়ে হাজির হতে পারে না।

এ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর গরীব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরিত হয়েছে ও হচ্ছে তাতে অনেক ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি হয়েছে বলে জানা গেছে। সংবাদপত্রেও এ সংক্রান্ত বহু অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের মতে, এ দুর্নীতির আশু তদন্ত প্রয়োজন এবং দুর্নীতিবাজদেরকে এ কাজের শুরুতেই কঠোর শাস্তি দেয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাতে সাব-অফিসসমূহে না গিয়ে ব্যাংকগুলো থেকে তাদের বই-পুস্তক পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ, বিদ্যালয়গুলোর পাশেই বিভিন্ন ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস রয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে ছাত্রছাত্রীরা যে কোন সময়েই ব্রাঞ্চ অফিসে হাজির হয়ে বই-পুস্তক কিনে আনতে পারবে।

মোট কথা, প্রাথমিক শিক্ষাকে ত্রুটি ও দুর্নীতিমুক্ত করে চালু করতে পারলেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।

—এম এ বশীর